যুগান্তর

তারিখ 26 JAN 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৮০ উন্নয়ন প্রকল্পে চরম অর্থ সংকট

সমাধানের পথ খুঁজতে এ সপ্তাহে বৈঠক

মুশতাক আহমদ

চরম অর্থ সংকটে পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৮০টি উন্নয়ন প্রকল্প। পরিস্থিতি এমন যে, অর্থাভাবে মন্ত্রণালয়টির বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ প্রায় বন্ধ। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, গোটা মন্ত্রণালয়ই অর্থ সংকটে পুড়লেও এ ক্ষেত্রে বেশি কঠিন পরিস্থিতি পার করছে অবকাঠামো উন্নয়নমূলক অংশটি। দেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভবনাদি নির্মাণ অনেক দিয়েও ঠিকাদারদের অর্থকড়ি দেয়া যাচ্ছে না। ফলে ঠিকাদাররা অর্থের জন্য কাজ করতে পারছেন না। আবার যেটুকু কাজ করেছেন তার অর্থও পরিশোধ করা যাচ্ছে না। সব মিলিয়ে প্রকল্পগুলো মুখ থুবড়ে পড়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, তাদের যে ৮০টি প্রকল্প রয়েছে সেগুলোর মধ্যে ১৫টি বাস্তবায়ন করে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)। এরপরই রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অবস্থান। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন অন্যান্য সংস্থার মধ্যে কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরও (ইইডি) কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। জানা গেছে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ চেয়ে একের পর এক পত্র দেয়া হচ্ছে মন্ত্রণালয়ে। এর মধ্যে ইউজিসি থেকে উন্নয়ন কাজের বাইরে বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব খাতের ব্যয়ের জন্য প্রায় ২শ' কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী দাবি করেন, অর্থের সংকট রয়েছে তবে তাদের কোনও প্রকল্পের কাজ বন্ধ নেই। সবগুলোর কাজই ঠিকমতো চলছে। তিনি প্রকল্পে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

প্রকল্পে : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আরও জানান, মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থা প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যাপারে কিছু পর্যবেক্ষণ পাঠিয়েছে। সেগুলো নিয়ে চলতি সপ্তাহেই বৈঠক ডাকা হয়েছে।

বিভিন্ন সংস্থায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অর্থ সংকটের কারণে এমন অনেক প্রকল্প রয়েছে যেখানে চলতি অর্থবছরে কোনো বরাদ্দই দেয়া হয়নি। কোনও কোনও প্রকল্পে ২৫ ভাগ বা তার চেয়েও কম বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অনেক প্রকল্প নেয়া হয়েছে আবার রাজনৈতিক বিবেচনায়। ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে ২০০০ বেসরকারি বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণের জন্য একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পটির জন্য বরাদ্দ ধরা হয় ৮৯৫ কোটি ৩২ লাখ টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয় ৮ কোটি টাকা। কিন্তু এর মধ্যে টাকা ছাড় করা হয়েছে মাত্র ২ কোটি টাকা। কাজ করে ঠিকাদাররা তাগাদা দিলেও টাকা দিতে পারছেন না প্রকল্প পরিচালক। প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা ২০১৪ সালের জুন মাসে। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না দেয়ায় নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

তিন হাজার নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে ২১১৪ কোটি ৮০ লাখ টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ দেয়া হয় ৩০৯ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। কিন্তু টাকা ছাড় হয়েছে ১৫৩ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। ২০১৪ সালের জুন মাসে প্রকল্পটির কাজ শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু এখন পর্যন্ত ১৪১০টি বিদ্যালয়ের মাত্র ৮০ ভাগ কাজ হয়েছে। অর্ধেকেরও বেশি বিদ্যালয়ের কাজ এখনও বাকি। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, অর্থের জন্যই এমনটা সৃষ্টি হয়েছে। এক হাজার নির্বাচিত বেসরকারি মাদ্রাসার একাডেমিক ভবন নির্মাণের জন্য ২০১১ সালের জুলাই মাসে ৭৩৮ কোটি ২৪ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ দেয়া হয় ৯০ কোটি টাকা। কিন্তু ছাড় দেয়া হয়েছে ৪৫ কোটি টাকা। ৩৯৩টি মাদ্রাসার কাজ শুরু হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, কাজ অনুযায়ী কমপক্ষে ২০০ কোটি টাকা দরকার। অথচ পাওয়া গেছে মাত্র ৪৫ কোটি টাকা। রাজধানীতে ৩টি কলেজের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ধরা হয় ২৭ কোটি ৬২ লাখ টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ দেয়া হয় ১০ কোটি টাকা। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো অর্থ ছাড় করা হয়নি। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত ১৫০০ কলেজের উন্নয়নের জন্য ২৩৮৭ কোটি ৭০ লাখ টাকা ব্যয়ে ২০১২ সালের জুলাই মাসে প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৬৭২ কোটি ৪১ লাখ টাকা অনুমোদন দেয়া হয়। এ পর্যন্ত ৪৯৩টি কলেজের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। কাজ শুরু হয়েছে ১৭০টি কলেজের। এ জন্য টাকা দরকার কমপক্ষে ৩৫০ কোটি টাকা। অথচ টাকা দেয়া হয়েছে মাত্র ৫৫ কোটি টাকা। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকায় কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে অনিশ্চয়তা। নাম প্রকাশ না করে মন্ত্রণালয় এবং মাউশি ও ইইডির কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বেশকিছু প্রকল্প নির্বাচনকে সামনে রেখে তড়িঘড়ি করে হাতে নেয়া হয়েছে। যাতে এমপিরা উন্নয়নের ফিরিস্তি বাড়াতে পারেন। কিন্তু এখন ঘটেছে বিপদ। প্রকল্প হাতে নেয়া হলেও বরাদ্দ অপর্যাপ্ত। কাজ নেই। আবার উন্নয়নের জন্য যেসব কলেজ নির্বাচিত হয়েছে তা রাজনৈতিক বিবেচনায়। ইইডির একজন প্রকৌশলী জানান, প্রকল্পে টাকা না থাকলেও কার্যাদেশ দেয়া ও টেন্ডার আহ্বানের জন্য প্রতিনিয়ত চাপ আসছে তাদের ওপর। এতে তারা পড়েছেন মহাবিপদে।

প্রকল্পের সংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বড় বাস্তবায়নকারী মাউশির মহাপরিচালক প্রথ্যাপক ফাহিমা খাতুন যুগান্তরকে বলেন, মন্ত্রণালয়ের সর্বাধিক ১৫টি প্রকল্প তারা বাস্তবায়ন করেন। কিন্তু অর্থের অভাবে তারা এখন চলতেই পারছেন না। তিনি বলেন, মোট ৩১শ' কোটি টাকা চেয়েছিলেন। কিন্তু মন্ত্রণালয় মাত্র ১২শ' কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। এ অবস্থায় তাদের উন্নয়ন কাজের গতি কমে গেছে।

তবে একদম থেমে যায়নি বলে জানান তিনি। বলেন, প্রধান সমস্যাটি হচ্ছে ঠিকাদাররা কাজ করেন কিন্তু তাদের অর্থ দেয়া যাচ্ছে না। ইইডির প্রধান প্রকৌশলী আবদুল্লাহিল আজাদ বলেন, ১৫০০ কলেজের উন্নয়ন প্রকল্প, বিভিন্ন মাদ্রাসা এবং ৩ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত প্রকল্পগুলোর অর্থ সংকট বেশি। যদিও এসব কাজের জন্য সরকার বরাদ্দ দিয়েছে তবে প্রয়োজনের তুলনায় কম। তিনি বলেন, অর্থের প্রয়োজনের কথা সরকারের কাছে লিখিত প্রস্তাব আকারে পাঠানো হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কাজ কোথাও থেমে নেই। তবে সমস্যা হচ্ছে ঠিকাদারদের অর্থ দেয়া যাচ্ছে না